যুগান্তর

তারিখ 26 OCT 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

ড. এম এ মাননান

উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণ যেন বাংলাদেশের আলোকবর্তিকা

পৃথিবীর প্রথম উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ব্রিটিশ ওপেন ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ওয়াল্টার পেরি যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তাহলে তিনি উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের এত ব্যাপকতা দেখে অবাক মনে ভাবতেন, এত বাধা-সমালোচনার মুখে কীভাবে এটি এতদূর এগোলো! তাও মাত্র ৪৮ বছরের মধ্যে। অবশ্য এর অনেক আগেই এ বিষয়ে আরও একজন ভেবেছেন। ১৮৪০ সালে। তিনি বসবাস করতেন ব্রিটেনে। নিজের অর্জিত আয়ের পুরোটাই ব্যয় করতেন শিক্ষা বিস্তারে। ক্লাস ও শিক্ষাবিষয়ক নানা অনুষঙ্গ নিয়ে সরাসরি দূরের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সাংকেতিক ও শর্টহ্যান্ড পদ্ধতিতে যোগাযোগ ছিল তার। মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতেন পোস্টকার্ড। আবার শিক্ষার্থীরা ফিরতি কার্ডে নিজেদের মতো করে বিস্তারিত উত্তর, প্রশ্ন ও মতামত পাঠাতেন তার কাছে। তিনি হলেন শিক্ষা গবেষক স্যার আইজ্যাক পিটম্যান।

দূরের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগের এই নবতর পদ্ধতির যশ ছড়িয়ে পড়ে ব্রিটেনে। সঙ্গে পিটম্যানের নামও। এভাবে একটি অশ্রুতপূর্ব পদবাচ্য হিসেবে 'উন্মুক্ত শিক্ষা' মানুষের হৃদয়ে করে নেয় সুসংহত স্থান। পরবর্তীকালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রেইনি হারপার দূরশিক্ষণ পদ্ধতিকে দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে দেন। ১৯৬৯ সালে ব্রিটিশ ওপেন ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিশ্বব্যাপী দূরশিক্ষণ নিয়ে বিদগ্ধ সমাজে আলোচনা চলতে থাকে জোরেশোরে। তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়নের ফলে যোগাযোগ হয়ে পড়ে সহজ ও সাশ্রয়ী। পিটরম্যানের ধারণাকে কাজে লাগিয়ে অধ্যাপক পেরির মতো বিশিষ্টজনরা এগিয়ে এসে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষাকে বয়সের গণ্ডির বাইরে নিয়ে গিয়ে যোগ করেন নতুন মাত্রা। ফলে এখন সারা বিশ্বে ৬০টি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। তন্মধ্যে ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তৃতীয়; টিচিং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে বিশ্বব্যাপী সপ্তম।

হাঁটি হাঁটি পা পা করে সেই যে পথ চলা শুরু হয়েছিল বাংলার ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার প্রত্যয় নিয়ে ১৯৯২ সালে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ভীরু পথচলা আজ ২৫ বছর পূর্তিতে পূর্ণতা পেয়েছে তথ্যপ্রযুক্তির ছোঁয়ায়। বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবাইকে শিক্ষার আওতায় আনার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্ন পূরণ করছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষাবঞ্চিত মানুষকে স্বল্পব্যয়ে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে তাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছে এ বিশ্ববিদ্যালয়। গতানুগতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ১৬০০ স্টাডি সেন্টারে ২৬ হাজার শিক্ষকের সাহায্যে ৪৩টি একাডেমিক প্রোগ্রাম পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষাকে সহজলভ্য করেছে ইতিমধ্যে শিক্ষা সমাপ্ত করা ২২ লাখের অধিক গ্র্যাজুয়েট 'আর' বর্তমানের প্রায় ৬ লাখ শিক্ষার্থীর কাছে। অবকাঠামোগত, প্রযুক্তিগত এবং শিখন ও শিক্ষণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়টি অনলাইন ও ভার্চুয়াল শিক্ষার জগতে প্রবেশ করার কারণে শিক্ষার্থীরা বেশি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছে দূরশিক্ষণের প্রতি। সবাই এখন বুঝেছে, শিক্ষা বয়সের ধার ধারে না, ধারে না সনাতন পদ্ধতির ধারও। আরও বুঝেছে, শিক্ষা শুধু চাকরির জন্য নয়, শিক্ষার প্রয়োজন জীবনকে সাজানোর জন্য। আর জীবন সাজানোর বিষয়টি বয়সের কোনো অনুষঙ্গ নয়। এখানেই উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণের মাজেজা।

এখানকার শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার প্রোগ্রামগুলোতে বইপত্র, শিক্ষকের প্রভাষণসহ শিক্ষাবিষয়ক সব সেবা পাচ্ছে ঘরে বসে। পাওয়ার মাধ্যম হচ্ছে ই-প্লাটফরম, ওয়েবটিভি, ওয়েবরেডিও, মাইক্রো-এসডি কার্ড, বাউটিউব, ইউটিউব, ফেসবুক আর আইভিয়িআর। বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতার তো আছেই। ওয়েবসাইটে পেয়ে যাচ্ছে সব পাঠ্যবই ই-বুক আকারে, একদম ফ্রি। শিক্ষামূলক তথ্য পাচ্ছে গুগল প্লে-স্টোর থেকে ডাউনলোডেবল 'বাউবি এডুকেশন অ্যাপস' থেকে। ফি জমা দিচ্ছে অনলাইনে, পরীক্ষার ফলাফল পাচ্ছে সেলফোন আর বাউবি ওয়েবসাইটে, অভিযোগের সুরাহা হচ্ছে অনলাইনে, তাৎক্ষণিক সেবা পাচ্ছে ওয়ান-স্টপ সেন্টারে, চলমান সংবাদ পাচ্ছে ওয়েব টিভি ও ওয়েব রেডিওতে এবং ইন্টারনেটবিহীন এলাকার শিক্ষার্থীরা শিক্ষাসামগ্রী পাচ্ছে মোবাইলে ব্যবহারযোগ্য মাইক্রো এসডি কার্ডে। দূর-দূরান্ত থেকে আগতরা একটুখানি জিরিয়ে নিতে পারছে মূল ক্যাম্পাসের চিরসবুজ মক ভিলেজে আর অতিথিরা রাত কাটাতে পারছে সদ্যনির্মিত অতিথি ভবনে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ গবেষকরা গবেষণার মশলা সংগ্রহ করতে পারছেন সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র থেকে।

গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিত্যসঙ্গী। এর জন্য রয়েছে ইলেক্ট্রনিক গভর্মেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ইজিপি) এবং এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং (ইআরপি)-এর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মডিউল-হিউম্যান রিসোর্স, স্টোর ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট, ই-ফাইলিং, পে-রোল ও ইনটিগ্রেটেড ফিন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস। এটির মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এখন অটোমেশনের আওতায়। এসএমএস কমিউনিকেশন সিস্টেম নামক অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে সবাই যথাসময়ে পেয়ে যাচ্ছে জরুরি তথ্য মোবাইল ফোনে। ঘরে বসে অনলাইনে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ প্রদানের জন্য রয়েছে ই-লার্নিং সেন্টার ও লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। সমগ্র ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য রয়েছে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালনাযোগ্য ইথারনেট আইপি নেটওয়ার্কভিত্তিক সার্ভিলেন্স সিস্টেম এবং সার্বক্ষণিক নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট। অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে বাউবির মূল নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র ও অর্ধশতাধিক উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রকে। ই-লার্নিং পলিসি, ওপেন এডুকেশনাল রিসোর্স পলিসি ও ই-লার্নিং কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স ফ্রেমওয়ার্কসহ ৩০টির অধিক পলিসি ও বিধিমালা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে এনেছে কাঙ্ক্ষিত গতি ও উন্নত মান।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ইতিহাস ক্রমাগত এগিয়ে চলার এক রুপালি অভিযাত্রার ইতিহাস। পরীক্ষার ফল তৈরি ও তা প্রকাশে বিলম্ব রোধ করে প্রক্রিয়াটিকে জটমুক্ত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে বিম্স নামক সিস্টেমসহ কয়েকটি ইনোভেটিভ সফটওয়্যার। উত্তরপত্র বিলি ও পরীক্ষণ ব্যবস্থার করা হয়েছে বিকেন্দ্রীকরণ। আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোকে আনা হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায়। বাউবি পরিবারের সবার অফিসে নিত্য উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য রয়েছে ফিঙ্গার রিকগনিশন সিস্টেম। প্রার্থনাগৃহেও লেগেছে প্রযুক্তির ছোঁয়া। কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ পেয়েছে ডিজিটালাইজেশনের পরশ। এখানে আছে উন্নত প্রযুক্তির সম্প্রচার যন্ত্র ও ক্যামেরা। পেশইমামের বক্তব্য ও খুতবা এলইডি মনিটরে সরাসরি শুনতে-দেখতে পান পেছনে বসা দূরের মুসল্লিরা।

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তখনই প্রাণ পায় যখন কর্মরত, সবাই শিক্ষা উন্নয়ন আর শিক্ষার্থীবান্ধব পরিবেশ গড়ার স্বপ্ন দেখে। বাউবিতে সবাই স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখে এক আলোকিত বাংলাদেশের। আর সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নের জন্য তাদের প্রয়োজন একটি আলাদা এডুকেশন টিভি চ্যানেল। এ চ্যানেল হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব আঞ্চলিক/উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোকে বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে ইনটিগ্রেটেড করে লাইভ ক্লাস করানোর হাতিয়ার। এতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসার গতি যেমন দ্রুত হবে, তেমনি এডুকেশন ডেলিভারি হবে সহজসাধ্য। সবাই আরও স্বপ্ন দেখছে এ বিশ্ববিদ্যালয়কে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম পেপারলেস বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার। সবাই মিলে কলকলিয়ে ছলছলিয়ে চলা বেগবান নদীর ছন্দময় সে তের মতো একসঙ্গে দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে ছুটে চলবে সামনের দিকে, শিক্ষার আলোয় আলোকিত করবে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে, যারা এ সোনার বাংলাকে রাখবে সুখে-শান্তিতে ভরপুর করে।

অধ্যাপক ড. এম এ মাননান : *কলামিস্ট ও শিক্ষাবিদ; উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়*